নীলপরীর গল্প

বারান্দায় বসে ধোয়া ওঠা কফিতে চুমুক দিলো রুদ্র । প্রচন্ড বিরক্ত সে । কফিতে চুমুকের ১০সেকেন্ডের মধ্যেই তার প্রিয় বেনসনে একটি লম্বা টান দিল সে । আকাশের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে সিগারেটের ধোয়াটা ছেড়ে দিয়ে, গিটারের সুর তোলার চেষ্টাটা যেনো ব্যর্থ । কিছুতেই সুর উঠছে না!! বাইরের অঝোর ধারার বৃষ্টিটাও যেনো তার প্রেরণা হতে পারছে না । দু'দিন পর তার ক্যাম্পাসের কালচারাল প্রোগ্রাম ।তার গানের লিরিক্স রেডি কিন্ত কেনো যেনো সুরটা সে তুলতেই পারছে না!! "রুদ্র তার ক্যাম্পাসের গায়ক হিসেবে খ্যাত একজন!! তার গানের জনপ্রিয়তা অনেক... শুধুমাত্র তার গান শোনার জন্য ক্যাম্পাসের ক্যান্টিন দুপুর বেলাটা ভীড় থাকে । অনেক মেয়ের ভালোলাগার পত্র বা বার্তাও পেয়েছে সে ।৩য় বর্ষে পড়ুয়া এই সুদর্শন ছেলেটির স্বভাবতই একটি সুন্দরী প্রেমিকা থাকা উচিত!! কিন্ত রুদ্র... সে অন্য দুনিয়ার মানুষ!! রুদ্র একটি মেয়ের মধ্যে ভালোলাগার জন্য কি চায়, কি খোঁজে তা রুদ্রর বন্ধুদের মধ্যে বিশাল সমালোচনার বিষয় এবং রুদ্রর জন্য রহস্যও বটে!!"

রাস্তা সম্পূর্ণ জনমানবশুন্য, কোথাও কেউ নেই । বারান্দার গ্রিলে পায়ের ওপর পা তুলে চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বেনসনের শেষ টানটা দিয়ে নিল...

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তা তা থৈ তা তা থৈ তা তা থৈ
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে
তা তা থৈ তা তা থৈ তা তা থৈ"

হঠাৎ, কোথা হতে যেনো সুরেলা কন্ঠটি ভেসে এলো... রুদ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত গানের কন্ঠটি শুনতে লাগলো... বুকের এক কোণায় চিলতে ব্যাথা উঠতে লাগলো রুদ্র'র!! মেয়েটির পায়ের ছনছন শব্দের সাথে কন্ঠটি যেনো অপুর্ব তালে জড়িয়ে আছে!!
গানটি থেমে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র চোখ খুলে মেয়েটিকে খুজতে লাগলো !! তার খোঁজের সমাপ্তি ঘটলো সামনের বাসার বারান্দায় !! অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলো রুদ্র... স্নিগ্ধ সুন্দর মেয়েটি যেনো তার দুই বাহু খুলে বর্ষাকে বরণ করে নিচ্ছে!! নীল কাপড়ে তাকে সম্পূর্ণ নীলপরী লাগছে। তার চেহারায় একটি অপরুপ স্নিগ্ধতার সাথে অদ্ভুত প্রশান্তির ছোয়া লেগে আছে!! ধীরে ধীরে বৃষ্টির রেশ কমে আসতে লাগলো এবং মেয়েটিও চলে গেলো। রুদ্র শুধু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো আরেকটিবার মেয়েটির দর্শনের আশায় ...

ক্যাম্পাসে বসে রুদ্র গিটারে আওয়াজ করছে, কিন্ত কল্পনা এখনো মেয়েটির দখলে!! আনমনে গীটারের টুংটাং শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে রুদ্রর ঠোটে এক চিলতে হাসি..... "নাহহহ!! এভাবে থাকা যায় না"- ভাবে রুদ্র "কিছু করা দরকার" এই ভেবে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয় রুদ্র!! ক্যাম্পাসের বাইরে রিক্সার জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটি রিক্সায় চোখ আটকে যায় রুদ্র'র..... "আরেহ!!!" খুশিতে চিৎকার দিয়ে চুপ হয়ে যায় রুদ্র!! আশেপাশের লোকজন তাকায় থাকায় লজ্জা পায় সে!! হঠাৎ আবিষ্কার করে মেয়েটা হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো, পরক্ষণে মুচকি হাসি দিয়ে ক্যাম্পাসের ভেতর প্রবেশ করে সে... রুদ্র ইতস্তত করে এদিক ওদিক তাকিয়ে মেয়েটার পিছু নেয়!! পিছু নেয়ার পর সে বুঝতে পারে মেয়েটা তাদের ক্যাম্পাসের ১ম বর্ষের নতুন ছাত্রী। রুদ্র খুশিতে পাগল হয়ে নাচতে থাকে ক্যাম্পাসের করিডরে, সবাই অবাক হয়ে রুদ্র কে দেখে!! বাদ যায় না মেয়েটিও... মুচকি হেসে প্রস্থান করে ক্যাম্পাস থেকে ।

সেই দিন থেকে মেয়েটির লুকিয়ে পিছু নেয়া, দূর থেকে লুকিয়ে দেখা যেনো প্রতিদিনের জরুরী কাজ হয়ে গেছে রুদ্রর জন্য!! তাকে একদিন না দেখলে অস্থির হয়ে যাওয়া, তাকে কল্পনা করে খুশি হয়ে যাওয়া, খাতায় কাগজে শুধু হিজিবিজি আঁকা ইত্যাদি রোগ যেনো তাকে পেয়ে বসেছে!! নাম না জানায় ভালোবাসার মানুষটির নাম দেয় "নীলপরী" ...

বন্ধুদেরও চোখ এড়ায় না বিষয়টা!! বিভিন্ন বুদ্ধি দেয় রুদ্রকে কিভাবে মেয়েটির নাম যোগাড় করা যায়, কিভাবে মনের কথা বলা যায়... অনেক কিছু... বন্ধু মহলে খুশির বন্যা বইছে, সবার একটায় কথা "যাক এতদিনে ছেলেটার বিরক্তিকর জীবনে ফুল ফুটলো" .....!!সবাই যেনো রহস্যময়ী নারীটিকে দেখার জন্য উৎসাহিত!! কিন্ত রুদ্র এখন চুপ!! সে মেয়েটিকে নিয়ে কিছু বলতে রাজী নয়। সময় হলেই সবাইকে পরিচিত করাবার প্রতিশ্রুতি দেয় ।

রুদ্র'র ভালোবাসায় হয়তো কোনো ঘাটতি ছিলো না যার কারণে সে মেয়েটির সাথে পরিচিত হওয়ার একটি সুন্দর সুযোগ পায়!! বর্ষাকালের অঝোর ধারার বৃষ্টি যেনো রুদ্রর সাথেই রয়েছে। সেদিন ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার সময় বৃষ্টির কবলে পড়ে রুদ্র... ভাগ্যবশত একটি রিক্সা পেয়ে যায় সে... ঠিক তখনই নীলপরীকে ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুদ্র। হয়তো রিক্সার অপেক্ষায়!!

- "আপনি চাইলে আমি আপনাকে ভার্সিটি পর্যন্ত লিফট দিতে পারি" – তার সামনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে বলল রুদ্র ।
-"হ্মী!! আমাকে বলছেন?" মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, চেহারায় ভয়ের ছাপ ।
-"হ্মী, তবে যদি আপনার আপত্তি না থাকে" ।
মেয়েটি ইতস্তত করে বললো "ধন্যবাদ, কিন্ত... "
-"প্লিজ, এখন আর রিক্সা পাবেন না। আমরা একই ভার্সিটিতে পড়ি । আর আমি খুবই খুশি হবো যদি আপনি আমার কথার মান রাখেন"
-"আফা উইঠ্যা যান, ভিজ্জা যাইতাসি... তাড়াতাড়ি যাইতে হইবো... এখন আর কুনো রিস্কা পাইবেন না" – রিক্সাওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো!!
নীলপরী কোনো কথা না বলে উঠে বসলো!! রুদ্রর মনে অসম্ভব খুশির জোয়ার... সে কথা আলাদা সে প্রকাশ করছে না । অনেক্ষন চুপ করে থাকার পর.....

-আমি রুদ্র... থার্ড ইয়ার।আপনি?

- জয়ীতা..... ফার্স্ট ইয়ার" ভীত কন্ঠে নিজের পরিচয় দিলো নীলপরী।

-ভয় পাচ্ছেন কেনো? আপনি প্লিজ কমফরটেবল হয়ে বসুন।

একটা ইতস্তত হাসি দিলো জয়ীতা!! গন্তব্যে পৌঁছে তাড়াহুড়া করে নেমে কিছু না বলে চলে গেলো জয়ীতা । এহেন ব্যবহারে হতভম্ব আর রেগে গেলো রুদ্র!! কিন্ত কিছু প্রকাশ করলো না!! চুপচাপ নিজ ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো ।

পরের দিন...
বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বসে ছিলো রুদ্র... কিন্ত মনে মনে জয়ীতার ব্যবহারের কথা ভাবছিলো!! হঠাৎ একটি ধাক্কায় সে কল্পনার জগত থেকে বেড়িয়ে এলো!! সিয়াম অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে... "কি ব্যাপার দোস্ত?? মেয়েটা কতক্ষণ ধরে তোকে ডাকছে!! পাত্তা দিচ্ছিস না কেনো?"
-"মেয়ে !! কোন মেয়ে??" অবাক হয়ে সিয়াম কে জিজ্ঞেস করে সামনে তাকায় রুদ্র..... জয়ীতা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো রুদ্র!!

- তুমি??

-“আপনাকে গতকাল ধন্যবাদ দেয়া হয়নি…” মাথা নিচু করে বললো জয়ীতা “আপনি না থাকলে কালকের জরুরী এসাইনমেন্ট টা মিস হয়ে যেতো ।আমার বেয়াদবি মাফ করবেন ।”

রুদ্র হেসে ফেললো । রুদ্রর হাসি দেখে জয়ীতা অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। কিন্তু কিছু বললো না!! আবারও মাথা নিচু করে ফেললো… রুদ্র হাসি থামিয়ে জয়ীতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, “মেয়েটা এত লাজুক !!” রুদ্র ভাবলো ।

-এক শর্তে মাফ করবো!!

জয়ীতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো রুদ্রর দিকে।

-আমার সামনে প্লিজ সহজ হয়ে কথা বলো, আমি তোমাকে খেয়ে ফেলবো না!! আমি জানি নতুন ক্যাম্পাসে আসার পর ইমিডিয়েট সিনিয়ররা মজা নেয় কিন্তু আমি তোমার ইমিডিয়েট সিনিয়র না। তাই আমার সামনে তো সহজ হতেই পারো!! নাকি??

জয়ীতা কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো রুদ্র’র দিকে। কিছুক্ষণ পর মুচকি হাসি দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো রুদ্রকে!! চোখে একরকম শান্তি যেনো মন থেকে বড় বোঝা নেমে গেছে!! রুদ্রর মনের অনেক বড় পাথর নেমে গেলো, সে জয়ীতার যাওয়ার পর বড় একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিলো। খুশিতে সবার অলক্ষে লাফ দিয়ে নিলো!! এবার আর মুচকি হাসি নয়, বড় রকমের হাসি তার মুখে!! চোখ এড়ালো না সিয়ামের… বুঝতে বাকি নেই তার অপরিচিতা মেয়েটিই বন্ধুর রহস্যময়ী নারী!!

-“কি রে?? কাহিনী কি এ্যা?? তলে তলে এতদূর বন্ধু!!” সিয়ামের খোঁচা, গীটার হাতে বন্ধুটিকে।রুদ্র না জানার ভান করে বললো “কি কাহিনী?? “

-চুপ… ঢং করস ব্যাটা?? আমি আন্ধা?? অই মেয়েটাই তোর সে, ঠিক কি না??”

-“জয়ীতা। ফ্রেসার!!” রুদ্র লাজুক মুখে মাথা নীচু করে বললো।

- “ওওওওওও!! এই ব্যাপার তাই না!! নাম ঠিকানাও জেনে গেলি আর আমরা কিছুই জানি না। বাহ !! এই ছিলো তোর মনে… এই তোর বন্ধুত্ব!! যাই হোক প্রথম থেকে কাহিনী বল!! শুনি”

রুদ্র প্রথম থেকে সব বললো!! সিয়ামও সব শুনলো… শেষ করার পর সিয়ামকে জয়ীতার ব্যাপারে কাওকে কিছু বলতে মানা করলো। কারণ সে চায় না ব্যাপারটা জয়ীতার কানে যাক। সে নিজে আস্তে ধীরে সব কথা বলতে চায় তারপর সবাইকে জানাতে চায়!! সিয়ামও প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে কাওকে বলবে না!!

সেদিনের পর হতে জয়ীতা আর রুদ্র অনেক ভালো বন্ধু হয়ে গেলো!! রুদ্র গীটারের সুরে জয়ীতার কন্ঠকে পূর্ণতা দেয়!! জয়ীতা গান গাইতে ভালোবাসে । আর রুদ্র…… জয়ীতার সঙ্গ এবং জয়ীতাকে!! ছুটির দিনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাঘুরি, ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ, বাসা পাশাপাশি হওয়ায় একসাথে ক্যাম্পাস যাওয়া, বারান্দা ও ছাঁদ থেকে হাই হেলো দেয়া ইত্যাদি সব কিছু মিলে রুদ্রর পুরো পৃথিবী যেনো জয়ীতাময়। দেখতে দেখতে এক বছর পুর্ণ!! জয়ীতা এর মধ্যে অনেক শুকিয়ে গেছে… রুদ্র বুঝে উঠতে পারে না মেয়েটা দিন দিন শুকাচ্ছে কেনো!! জিজ্ঞাস করলে সে এড়িয়ে যায় নাহলে শুকনো হেসে উড়িয়ে দেয়।

একরাতে… জয়ীতার ছবি দেখতে দেখতে আনমনে হাসছিলো রুদ্র। পাশে সিয়াম সব দেখছিলো ।

-তুই কি তাকে কিছু বলবি না? ১বছর তো হয়ে গেলো!!

রুদ্র যেনো শুনছেই না… হাসিমুখে ছবির দিকে তাকিয়ে আছে সে!! হঠাৎ ছবিগুলো ছিনিয়ে নেয়া হলো!! কথা না শোনায় সিয়াম কাজটা করেছে!!

-“আরেহহহ… কি ব্যাপার??” অবাক কন্ঠে রুদ্র।

-“কি বললাম তা কানে যায় না??” গজগজ করে উঠলো সিয়াম। “পাগলের মত তার ছবি দেখস, তাকে ছাড়া ক্যাম্পাস যাস না, তাকে ছাড়া কোথাও ঘুরতে যাস না, তাকে নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা ভাবিস… এমনে ১বছর পার করলি… তাকে কি আর বলবি না? নাকি দেবদাস হওয়ার প্ল্যানিং আছে? কোনটা?”

-জানি না রে!! কেনো যেনো ভয় লাগে… সে যদি আর কথা না বলে!! আমি কিভাবে সহ্য করবো? প্রতিদিন ভাবি বলবো বলবো!! ইশারা আকার ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টাও করি… সে বোঝে না!! আমিও জোর দেই না… সে পাশে আছে এর বেশি আর কিছু ভাবতে মন চায় না।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সিয়াম “আকার ইঙ্গিতে না বলে ডাইরেক্ট বল!! মেয়েটাও তোকে পছন্দ করে, হাবভাবে বোঝা যায়। তুই যা ভাবতেসিস তার উল্টাও তো হতে পারে। রাজীও তো হতে পারে। চেষ্টা করতে সমস্যা কি? যদি “না” বলে তাহলে পরে তার বন্ধু হয়ে থাকিস।“

দোটানায় পড়ে রুদ্র। অনেক ভেবে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে বলে দেবে তার মনের কথা!! তবে মুখে নয়, হাতের লেখা দিয়ে!! পরের দিন রুদ্র কাপা হাতে জয়ীতাকে একটি কাগজ আর সুন্দর গোলাপ উপহার দিয়ে বলে “তোমার জবাবের অপেক্ষায় থাকবো… অনেক সাহস করে মনের কথা বলছি, যদি পছন্দ না হয় তবু গোলাপটিকে যত্ন করে রেখে দিও!! প্লিজ”। হতভম্ব জয়ীতাকে কাগজটি ধরিয়ে দিয়ে চলে আসে রুদ্র। মনের সংশয়, ভয়, আর প্রশ্নের যন্ত্রনায় সে রাত তার নির্ঘুম কাটে। সুর্যের অপেক্ষায় রাতটি কাটিয়ে দেয় একগাদা সিগারেটের সাথে।

অপেক্ষার অবসান ঘটলো… সুর্য অবশেষে দেখা দিলো!! “হে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা, আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন হতে পারে, হতে পারে কষ্টের দিনও… দু’টি অবস্থায়ই নিজেকে সামলানোর শক্তি দিও” – প্রার্থনা করে রুদ্র!! সবার আগে ক্যাম্পাসে গিয়ে পৌঁছানোর জন্য সকাল সকাল বের হয়, যাওয়ার আগে একনজর দেখে যায় জয়ীতার বাসাটা!! দীর্ঘশ্বাস দিয়ে রওনা হয় সে। অপেক্ষার প্রহর শুরু হয়। এক এক করে মানুষ আসতে থাকে কিন্তু জয়ীতার দেখা পাওয়া যায় না । রুদ্র অপেক্ষা করতে থাকে… এভাবে কেটে যায় ১সপ্তাহ। জয়ীতার দেখা নেই। রুদ্র প্রচন্ড দুশ্চিন্তায় দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে খোঁজ নিয়েও লাভ হয় নি। বাসা তালাবদ্ধ, বন্ধুবান্ধবী কেও কিছুই জানে না।

কেটে যায় ৩মাস। রুদ্র তার নীলপরীকে এখনো ভোলে নি। প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় তাকে খোঁজে। যেখানেই যায় না কেনো তার চোখ শুধু একজনকেই খোঁজে। “জয়ীতা”।রুদ্র যেনো জ্যান্ত লাশ হয়ে আছে। ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পরছে রুদ্র। কাঁদতে চায় সে। কিন্তু খোদা ছেলেদের কাঁদার শক্তিটি কেনো যেনো কম দিয়েছে। তারা প্রচন্ড কষ্টেও না কেঁদে থাকতে পারে। রুদ্রও ব্যাতিক্রম নয় ।

তখনও বেশ বৃষ্টির রেশ দেখা যাচ্ছে। রুদ্র বারান্দায় বসে শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এই বৃষ্টির সাথে তার অনেক পুরনো সম্পর্ক, অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রুদ্র স্মৃতিগুলোর ভীড়ে হারিয়ে ছিলো। একটি ধাক্কায় তার কল্পনা ভেঙ্গে যায়। রুদ্র পেছনে ফিরে তাকায়, ছোটবোন দাঁড়িয়ে আছে।

-ভাইয়া, তোর জন্য পার্সেল এসেছে। এই নে দেখ….

রুদ্র অবাক হয়ে পার্সেলটা হাতে নেয়। বাইরের দেশের ঠিকানা। রুদ্র আরো অবাক হয়। খুলে দেখে জয়ীতাকে দেয়া তার সবরকম উপহার এবং সাথে তার দেয়া গোলাপটিও ছিলো। রুদ্র সেগুলো হতভম্ব হয়ে হাতড়াতে থাকে। তার যেনো বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে জয়ীতা তিন মাস পর তার জন্য কিছু পাঠিয়েছে, তাও তারই দেয়া

সকল উপহার। হঠাৎ তার চোখ পড়ে একটি সাদা খামে।রুদ্র পাগলের মত সেই খামটি তুলে নেয়... ভেতরে চিঠিটা পড়তে শুরু করে। অবশেষে রুদ্রর বাঁধ ভাঙ্গে।জয়ীতার নাম ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।তার চিৎকারে পাশের রুম হতে ছোটবোন, মা আর বন্ধু সিয়াম ছুটে আসে... হতভম্ব হয়ে যায় রুদ্রকে কাঁদতে দেখে। সিয়াম চিঠিটা তুলে জোরে পড়তে শুরু করে...

“রুদ্র,
তোমার চিঠির উত্তর দেরীতে দেয়ায় আমাকে ক্ষমা করে দিও।আমি চেষ্টা করেছি তাড়াতাড়ি যেনো তোমাকে উত্তরটা দিতে পারি কিন্তু...
রুদ্র, আমি এখন এই পৃথিবীতে কয়েকদিনের মেহমান মাত্র। যেদিন তুমি এই চিঠি পড়বে সেদিন হয়ত আমি অনেক দূরে চলে যাবো। তোমাকে আমি সেদিন আমার বিদেশ যাওয়ার খবর দিতে চাইছিলাম, কিন্তু তার আগেই তুমি সেই চিঠি আমাকে ধরিয়ে দিলে। আমার কথা শোনার জন্য অপেক্ষাও করলে না। সেদিন অনেকক্ষণ ক্যাম্পাসে খুঁজেছিলাম তোমায়, তারপর ফোন করার চেষ্টাও করেছি অনেকবার। প্রতিবারই কিছু না কিছু সমস্যা হয়েছে।
আমি আমার চিকিৎসার জন্য বাইরের দেশে এসেছি। সেই দেশের হাসপাতালে শুয়ে চিঠিটা লিখছি।তোমাকে অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু আমার শরীর বেশ দুর্বল। তাই অল্প কিছু কথা কষ্টে লিখছি।

আমার বেশীদিন সময় নেই। ছোটবেলা থেকেই আমি একটি রোগের সাথে লড়াই করে বড় হয়েছি। আমার মা বাবা অনেক করছে আমাকে বাঁচানোর জন্য। তাদের জন্য আমিও লড়াই করে বাঁচতে চেয়েছিলাম যদিও জানতাম লাভ নেই। কিন্তু যেদিন তোমার সাথে পরিচিত হলাম সেদিন থেকে আমার বাঁচার লড়াইটা যেনো যুদ্ধে পরিণত হলো। আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, প্রাণপণ চেষ্টা করেছি বাঁচার কিন্তু যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি। আজ আমি চিঠিটা লেখছি কারণ আমি নিশ্চিত আজ না হয় কাল আমি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো।
রুদ্র, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমি জানি যখন তুমি এই চিঠিটা পড়বে তখন আমি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবো, না ফেরার দেশে। কিন্তু নিজের মনের কথা না বললে আমি হয়তো মরেও শান্তি পাবো না!! তাই আজ নিজের সব লুকিয়ে রাখা কথা বলে যাচ্ছি। আমি জানতাম তুমি আমায় ভালোবাসো। আমি দেখতাম তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে, আমাকে দূর থেকে দেখতে, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে। সবই জানতাম। কিন্তু তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করতে দিতাম না। আমার ভয় ছিলো হয়তো তুমি ভেঙ্গে পড়বে।
রুদ্র ভালোবাসা সবার জীবনে আসে না। যাদের আসে তারা সহজে পায় না। আমরা অনেক ভাগ্যবান যে আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। আমি সবসময় তোমাকে ভালোবাসবো এবং তোমার সব দোয়া প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছে দিবো।নিজের পরিবারের ঢাল হয়ে থেকো।যদি আবার কখনো ভালোবাসার ছোয়া পাও, নিজের মন উজাড় করে সেই ভালোবাসা বরণ করে নিও। হয়ত সেই ভালোবাসায় আমাকে তুমি খুঁজে পাবে । মনে রেখ, আমি সব সময় তোমার মধ্যে থাকবো।
ও হ্যাঁ তোমার দেয়া উপহারগুলো পাঠিয়ে দিলাম। ভেবোনা!! তোমাকে দিয়ে দিইনি।আমার বিশ্বাস, আমার এই প্রিয় উপহারগুলোর তুমি ছাড়া কেও ভালো যত্ন করতে পারবে না। এই গোলাপ আমার আর তোমার বন্ধনের প্রতীক।যত্ন করে রেখে দিও। অনেক ভালোবাসি তোমায় রুদ্র, অনেক... অনেক বেশী।

তোমার জয়ীতা”

বাকরুদ্ধ হয়ে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে থাকে সিয়াম। আজ রুদ্রর কষ্ট আর খুশির দিন। রুদ্রর ভালোবাসার জয় হয়েছে। জয়ীতা রুদ্রকে ভালোবাসে । রুদ্রর নীলপরী রুদ্র কে ভালোবাসে.....